চলচ্চিত্র পর্যালোচনা : Copwatch/পুলিশদেখা

মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন

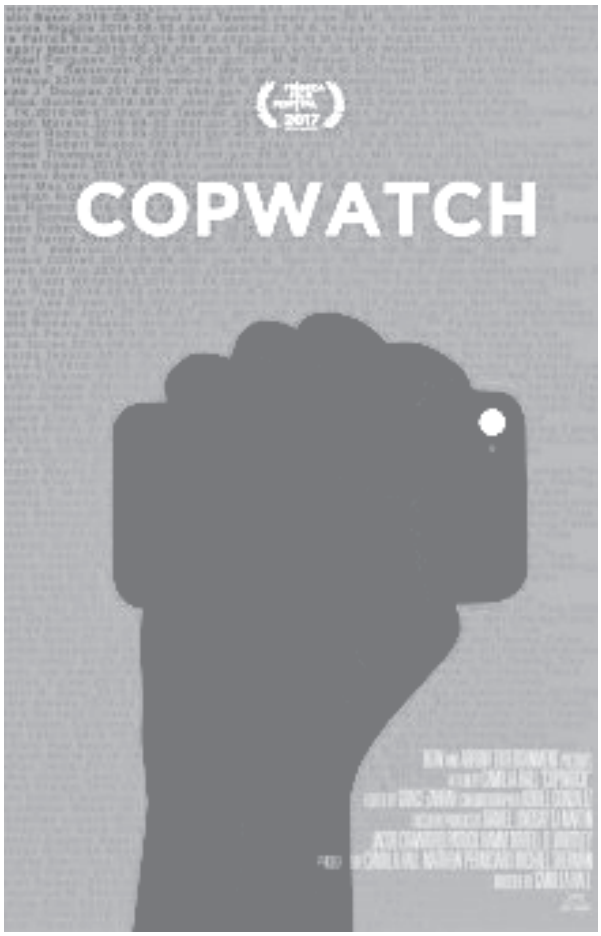

Take a look at the police and how they treat you
Take a look at these corporations that cheat you
Democrats and Republicans are all see-through
Now we voting for the lesser of two evils
Man, don't let 'em deceive you
This is an autocracy, not a democracy
But to call this a democracy without mock interest
In the laws of society, that's called hypocrisy.

Song: Pick it Up। Artist: KRS-One। Producer: Duane DaRock
Album: Maximum Strength, 2008
History has repeatedly given us the answer: America's protected ideal is power, not justice. State power is consolidated by maintaining the authority to determine what counts as an appropriate use of force. For police, this near-total authority is protected by our judicial system.

By Chloé Cooper Jones। The Verge | March 13, 2019

সিনেমার তথ্য

নাম : Copwatch/পুলিশদেখা [২০১৭]
দৈর্ঘ্য : ৯৯ মিনিট
ভাষা : ইংরেজি
দেশ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
চরিত্র ও দায়িত্ব
চরিত্র : জ্যাকব ক্রোফর্দ, রামসে ওরতা, দাভিদ হুইট ও কেভিন মুর
পরিচালক : কামিলা হল
ক্যামেরা : আদ্রিয়েল গঞ্জালেস
সম্পাদক : গ্রেস জাহরা
সুরকার : ক্রিস বউয়েরস
প্রযোজক : ম্যাথু পের্নিশার, মাইকেল শের্মান, কামিলা হল

ধান ভানতে শিবের গীত অথবা পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য

যে কোন দেশের পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সরকার ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, নাইজেরিয়া, চীন[১] বা ভারত অথবা জাপান সব জায়গাতেই পুলিশের একই ধরনের দায়িত্ব, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোতে।

কথা হচ্ছে, জানমালের নিরাপত্তা বজায় রাখবে পুলিশ, প্রকৃতি প্রদত্ত জান/প্রাণ সবার থাকলেও, মাল/সম্পদ কিন্তু সবার সমানভাবে নেই, কারও কারও একেবারেই নেই। ফলে যার মাল নেই বা কম তার গুরুত্ব কিন্তু শুরু থেকেই পুলিশের কাছে কম, কারণ তার দায়িত্ব জান আর মালের নিরাপত্তা বিধান করা; ফলে যার মাল নেই তার নিরাপত্তার দায়িত্ব শুধু জানের, আর পুঁজিবাদে সবার জানের দায়িত্ব যার যার তার তার।

যে কোন পুঁজিবাদী দেশের বাজেটের দিকে তাকান, দেখবেন স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও বাসস্থান বিষয়ে কী সামান্য বরাদ্দ থাকে এবং উপহাসের মত আইন ও পুলিশ এ ক্ষেত্রে সবার জন্য সমান, যার মাল/সম্পদ নেই তাকেও এসব টাকা দিয়ে কিনতে হবে! কিন্তু কীভাবে?

পুঁজিবাদী কবি এখানে নীরব! কিন্তু পুঁজিবাদী পুলিশ সরব।

এবার আসি সরকারের বিষয়ে। সরকার কারা? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের [বাংলাদেশের নির্বাচনের কথা না হয় বাদ দিলাম কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স বা ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থায় যারা নির্বাচিত হয়?] মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হয়ে আসে, তারা কারা? অতিধনী, অতি ক্ষমতাবান একদল মানুষ। তো, এ রকম একদল মানুষ কেন সরকারে এসে এমন আইন তৈরি করবে, যেখানে সম্পদহীন এবং সম্পদবান–এ দুই দল মানুষকে একই রকম সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে? এবং অতি সম্প্রতি ভারতের নির্বাচনে [নির্বাচন, ২০১৯] যারা জিতে এসেছে তারা শুধু অতিধনী বা অতিক্ষমতাবানই নয়, অপরাধীও বটে![২]

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোতে যার পুঁজি যত বেশি তার সমাজে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাও তত বেশি। ফলে একজন পুলিশ রাম/রহিমার সাথে যেভাবে আচরণ করবে, কাখনই একজন ক্ষমতাবান কারও সাথে সেই আচরণ করবে না।

পুলিশের এই আচরণ/ব্যবহার যে বেআইনি, খালি চোখে সেটা কিন্তু

গণতান্ত্রিক প্রবোধ; কারণ এই আইনের ব্যাখ্যা দেবে আইন ও আদালত। আর কে না জানে, আইন ও আদালতের আইন নিয়ম-কানুন তৈরি করে অতিধনী ও অতিক্ষমতাবানরা। ফলে এই কাঠামোতে পুলিশ স্বভাবতই একজন সম্পদহীন ও একজন সম্পদবান নাগরিকের সাথে একই আচরণ করবে না, এবং এটাই আইন ও নিয়মসিদ্ধ। আর এ নিয়ম শুধু বাংলাদেশের মত নিয়ন্ত্রণবাদী কট্টর একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন নয়, এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশের নির্যাতনের[৩] হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং পুলিশি নির্যাতন কমানোর জন্য, পুলিশের হাত থেকে সাধারণ [সম্পদহীন] মানুষকে বাঁচানোর জন্য তৈরি হয়েছে বেসরকারি সংগঠন Copwatch বা পুলিশদেখা। এদের কাজ পুলিশের ওপর নজর রাখা আর পুলিশের সন্দেহজনক কোন আচরণ দেখলে সেটা মোবাইলে/ক্যামেরায় যে কোনভাবেই হোক ধারণ করে রাখা, সেটা আদালতে প্রমাণ হিসেবে হাজির করা এবং গণমাধ্যমে এই ভিডিও ফুটেজ হাজির করে পুলিশের নিষ্ঠুরতা ও হয়রানি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তোলা আর এই সংগঠন ও এর সদস্যদের নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমা Copwatch বা পুলিশদেখা ॥৪] এ সিনেমায় দেখা যাবে : জ্যাকব ক্রোফর্দ [Jacob Crawford], রামসে ওরতা [Ramsey Orta], দাভিদ হুইট [David Whitt] ও কেভিন মুরকে [Kevin Moore]; বিশেষ করে রামসে ওরতার গল্প ফিরে ফিরে আসবে বার বার। এই সিনেমার পরিচালক ব্রিটিশ সাংবাদিক কামিলা হল [Camilla Hall[৫], এটা পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম সিনেমা।

আমি দম নিতে পারছি না/ও Cannot Breath বা সিনেমার বিষয়/সারমর্ম

১। মোবাইলে ধারণকৃত ফুটেজে আমরা দেখি এক দোকানের সামনে সাধারণ একজন কাল মানুষকে [এরিক গার্নার, ৪৩] কয়েকজন পুলিশ মিলে জাপটে ধরে জোর করে মাটিতে চেপে ধরে রেখেছে, কাল মানুষটা জোরে জোরে বলছে 'আমি দম নিতে পারছি না, আমি দম নিতে পারছি না' 'I cannot breath।' ধীরে ধীরে তার গলার জোর, কথার জোর কমছে, তবু পুলিশ জোর করে চেপে ধরে রেখেছে তাকে এবং একসময় বন্ধ হয়ে গেল এরিক গার্নারের নিঃশ্বাস, সারা জীবনের জন্য। এভাবে সবার সামনে দিনেদুপুরে নিউ ইয়র্ক পুলিশের হাতে খুন হলেন এরিক গার্নার, খুন হওয়ার আগে মোট ১১ বার বলেছিলেন 'I cannot breath' তবু খুনিদের দয়া হয়নি।

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য মোবাইলে ধারণ করছিলেন রামসে ওরতা [(২২){২০১৪}] নামের এরিক গার্নারের বন্ধু, তাঁর গলায়ও ভয়, ফিসফিস করে বলছেন 'He cannot breathe।'

এর পর থেকেই বদলে যাবে রামসে ওরতার জীবন, একের পর এক নেমে আসবে পুলিশি নির্যাতন, নির্লজ্জ ধারাবাহিক নাটকের মত।

২। বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড, ফ্রেদি গ্রে [২৫] নামের আরেক কাল যুবকের গ্রেফতারের দৃশ্য, ১২ এপ্রিল ২০১৫। গ্রেফতারের সময় মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়ে চিৎকার করতে থাকে, এভাবেই পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তাকে এবং এই আঘাতের পরই সে কোমায় চলে যায় এবং ১৯ এপ্রিল মারা যায় ফ্রেদি। ফ্রেদির গ্রেফতারের দৃশ্য মোবাইল ফোনে তুলে রাখেন কেভিন মুর।

৩। ফার্গুসন, মিসৌরি, মাইকেল ব্রাউনকে [১৮] হত্যার পরের ভয়াবহ পুলিশি তাণ্ডব।

সিনেমার শুরুতেই এসব আমেরিকান পুলিশের তাণ্ডবের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটে। যে কোন দেশের পুলিশের মতই মার্কিন পুলিশও অতিরিক্ত তৎপর প্রান্তিক, কাল ও গরিব মানুষদের নির্যাতন, হয়রানি এবং মেরে ফেলা, গুম করার ব্যাপারে।

ফ্ল্যাশব্যাক

৩ মার্চ ১৯৯১, লস অ্যাঞ্জেলেস, সালে রুদনি কিং পুলিশের হাতে মার খাচ্ছেন–এই ভিডিও গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় লস অ্যাঞ্জেলেস রায়ট এবং বোঝা যায় পুলিশের নির্যাতন ও হয়রানির দৃশ্য ধারণ করে ছড়িয়ে দিতে পারলে অন্যায়ের বিরদ্ধে গণপ্রতিবাদ, গণপ্রতিরোধ সম্ভব।[৬]

চলমান বর্তমান

২০১৬ সাল রামসে ওরতা এরিক গার্নারের খুনের দৃশ্য ধারণ করে এর মাঝেই পরিচিত আন্দোলনকর্মীদের মাঝে, তাঁদেরই একজন জ্যাকব ক্রোফর্দ, যিনি ১৯৯০-এর দশক থেকে ডিভি ক্যামেও কাজ করে অভ্যস্ত আর এখন মোবাইল ও অন্যান্য সহজ প্রযুক্তির ক্যামেরার ফলে তিনি পুলিশের ওপর নজরদারি করার কাজটা আরও ছড়িয়ে দিতে চান এবং সবাই মিলে আরও কার্যকরভাবে করতে চান। তিনি ধীরে ধীরে রামসে ওরতা, দাভিদ হুইট ও কেভিন মুরের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলেন এবং Copwatch সংগঠনটিকে আরও ভালভাবে গড়ে তোলার জন্য এবং সবাইকে যুক্ত করার জন্য নতুন করে নামকরণ করেন Wecopwatch। এভাবেই ১৯৯০-এর Copwatch সংগঠনটির কার্যক্রম ও রূপান্তর দেখি আমরা।

এবং রামসে ওরতা

আর সবার গল্প কমবেশি থাকলেও রামসে ওরতার গল্পই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে সিনেমায় এবং তাঁর পাশাপাশি কেভিন মুর ও দাভিদ হুইটও আছেন।

এরিক গার্নারের খুনের দৃশ্য ধারণ করার পর থেকেই রামসে ওরতার জীবন আর আগের মত নেই। যেমন পরিচয় হয়েছে নতুন নতুন মানুষদের সাথে, একই সাথে বেড়েছে পুলিশের সাথে তার ঝামেলা, প্রতি রাতেই পুলিশ নজরদারি করে তার বাড়ির ওপর, রাতে হঠাৎ করেই গাড়ির হেডলাইটের আলোতে ভরে যায় তাঁর ঘর। শুরু হয় তাঁর নির্ঘুম রাত, পুলিশের মানসিক উৎপীড়নের ফলে ভয়ের সঞ্চার হয় তাঁর, শুরু হয় দুঃস্বপ্নের। আর এসবের মাঝেই চলতে থাকে পুলিশের প্রতি নজরদারি। কখনও সবাই মিলে, কখনও দলে দলে ভাগ হয়ে। ধীরে ধীরে কেভিন ও ওরতার মাঝেও তৈরি হয় বন্ধুত্ব। আমরা দেখি কেভিনের পারিবারিক সমস্যা এবং সবারই কোন না কোন সমস্যা থাকলেও অর্থনৈতিক দুরবস্থার ভেতরেও সবাই মিলে চালাতে থাকে পুলিশের প্রতি নজরদারি।

ওরতার ওপর চলতে থাকে একের পর এক পুলিশের মামলা। তাঁর আইনজীবীও একসময় হতাশ হয়ে পড়েন এবং ওরতাকে জানিয়ে দেন, এত মামলা ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কোন না কোন মামলায় ওরতাকে পুলিশ ঠিকই জেলে পাঠাবে এবং এটা খুব তাড়াতাড়িই ঘটবে। আমরা ওরতার বিষাদগ্রস্ত মুখ দেখি, কথা বলা দেখি।

সিনেমা শেষ হয় ওরতার চার বছরের জেল হওয়ার খবর দিয়ে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এ বছর ডিসেম্বরে [২০১৯] ওরতা ছাড়া পাবেন, যদিও তখনও তাঁর লড়তে হবে প্রচুর মামলা এবং পুলিশ সব সময় ওত পেতে থাকবে তাঁর জন্য এটার উলেখ না করেও বোঝা দুষ্কর নয়, এবং পান থেকে চুন খসলেই তাঁকে আবার ধরে নেবে পুলিশ।

নির্মাণরীতি

Copwatch/পুলিশদেখা সিনেমার নির্মাণে সিনেমা ভেরিতে এবং ফ্লাই অন দ্য ওয়াল ডকুমেন্টারি ঢংয়ের ব্যবহার করা হয়েছে। সিনেমা ভেরিতে নির্মাণরীতির একটা উপাদান হল প্রচুর পর্যবেক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডের ধারণ এবং কখনও কখনও অংশগ্রহণ, যার ফলে একে আমরা ডিরেক্ট সিনেমার তকমাও দিতে পারি।[৭]

এসব রীতি অনুযায়ী এই সিনেমায় আমরা কোন কথক বা সূত্রধরের দেখা পাই না, ফলে সিনেমার সম্পাদনা এবং চিত্রনাট্য খুব শক্তিশালী হওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু এ সিনেমার চিত্রনাট্য খুবই অগোছালো এবং অগভীর। ফলে কোন চরিত্রের গভীরেই আমরা যেতে পারি না।

Copwatch সংগঠনটির ক্যামেরা প্রদান এবং এসবের সাথে জড়িত আরও ফুটেজ আমরা দেখি, কিন্তু কাদের দেয়া হল, কেন, কখন, কিভাবে, কী হল–আমরা এসবের কোন নিশানা দেখি না। এবং জ্যাকব ক্রোফর্দ চরিত্রটি আরও বেশি মনোযোগের দাবিদার, একইভাবে কেভিনের পারিবারিক সমস্যার আরও বয়ান দরকার ছিল, যা নেই। মূল এই চারজনের সাথে তাঁদের সঙ্গিনীদের সম্পর্ক কেমন সেটা দেখানো দরকার ছিল, কারণ পুলিশের অন্যতম মিথ্যা মামলার একটা হল রামসে ওরতার বিপক্ষে তাঁর সঙ্গিনীকে নিপীড়ন করার অভিযোগ; যদিও সিনেমায় তাঁদের যখন একসাথে দেখা গেছে, মনে হয়নি এ অভিযোগ সত্য, কিন্তু এটা পরিষ্কার করে বলার/দেখানোর দরকার ছিল এবং ওরতার সঙ্গিনীর আরও বেশি উপস্থিতি এই সিনেমাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করতে পারত।

আর বার বার ড্রোন শটের ব্যবহার এবং ক্যামেরার চলমানতা আর রং কখনও কখনও টেরেন্স মালিকের সিনেমার কথা মনে করিয়ে দিলেও সেটা বাজে চিত্রনাট্যের জন্য বিকশিত হতে পারেনি; বরং মনে হয়েছে, কেন এই ড্রোন শটের ব্যবহার?

সুরারোপ খারাপ নয় আর যেহেতু অন লোকেশন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে সংলাপগুলো বলা হচ্ছিল তা প্রায়শ জড়ানো, ফলে আরও বেশি বেশি জায়গায় সংলাপ পর্দায় স্থায়ীভাবে লিখে দিলে ভাল হত।

এতসবের পরও কামিলা হল সাধুবাদের দাবিদার বিষয় নির্বাচন এবং সিনেমা নির্মাণ ঢংয়ের কারণে আর আমাদের মনে করিয়ে দেয়ার জন্য, আমরাও দম নিতে পারছি না।

রামসে ওরতা অথবা আমেরিকান একজন আন্দোলনকর্মী সম্পর্কিত আরও কিছু তথ্য[৮]

১। ৮ বছর বয়সে প্রথম ওরতার সাথে পুলিশের ঝগড়া বাধে। নিউ ইয়র্ক শহরের পার্কে বসে ছিলেন তিনি ও তাঁর মা, এমন সময় এক পুলিশ তাঁর মাকে 'বিচ/দুশ্চরিত্রা' বললে তিনি খেপে যান এবং এক পর্যায়ে পুলিশের পিস্তল ছিনিয়ে নেয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন, পুলিশ সাথে সাথে তাঁর দিকে পিস্তল তাক করে ধরে এবং এ ঘটনার ফলে তাঁর মাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

২। এরিক গার্নার খুনের দুই সপ্তাহ পরই পুলিশ তাঁকে অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে গ্রেফতার করে; যদিও পরে ওরতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন এটা ছিল পুলিশের সাজানো নাটক, তাঁর প্রতি প্রতিহিংসা থেকে।

৩। ৯ বছর বয়সে সাঁতার কাটার সময় পেছনে ব্যথা পেয়ে তলিয়ে যেতে থাকেন তিনি এবং আরেকজন উদ্ধার করে তাঁকে এবং এর জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা হয়নি রামসে ওরতার। তাঁর মা এমিলি মার্কাদো তাঁর ব্যথা কমানোর জন্য 'ভিকোদিন' নামের ওষুধ খাওয়াতেন এবং ধীরে ধীরে তিনি এভাবেই বিভিন্ন ব্যথানাশক ওষুধের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং ১১ বছর বয়সেই কুখ্যাত স্পোফোর্ড জুভেনিল ডিটেনশন সেন্টারে যেতে হয় তাঁকে। এই কেন্দ্র এতই কুখ্যাত হয়ে পড়ে যে বাধ্য হয়ে ২০১১ সালে আমেরিকান সরকার এটা বন্ধ করে দেয়।

৪। রামসে ওরতা কোন প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাস করেন না এবং কখনওই চার্চে যান না এবং তাঁর কোন স্থায়ী পেশা নেই, অনেক সময় তিনি ও তাঁর মা খাবারের জন্য, বাড়িভাড়ার জন্য মাদকদ্রব্য বিক্রি করেছেন। ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত তাঁর নামে কুড়িটিরও বেশি মামলা হয়েছে। যদিও তিনি পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছেন তিনি মাদকসেবী নন, তাঁর পছন্দ শুধু গাঁজা, এক্টাসি আর সিগারেট। তাঁর দাদা-দাদিও মাদকদ্রব্য বিক্রির সাথে জড়িত ছিলেন এবং ছোটবেলায় তাঁদের ঘরে অবাধ যাতায়াত ছিল যৌনকর্মীদের।

৫। ওরতার বাবা আফ্রিকান-আমেরিকান আর মা পুয়ের্তোরিকান এবং তিনি নিজেও দুই কন্যাসন্তানের জনক।

৬। পুলিশের আনা অভিযোগ তিনি খারিজ করবেন না এই মর্মে পুলিশের সাথে চুক্তি অনুযায়ী তিনি জেল খাটছেন, যার ফলে পুলিশ তাঁর মাকে মাদকদ্রব্য বিক্রির মামলা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, তাঁর মতে তিনি জেলে টিকে থাকতে পারবেন এবং ঠিকই একদিন বের হয়ে যাবেন কিন্তু তাঁর মা মারা যেতেন জেলখানায়, তিনি এটা হতে দিতে পারেন না।

৭। রামসে ওরতার হাজতবাস কোন সাধারণ কয়েদির মত হচ্ছে না। তাঁর দিকে পুলিশের প্রতিহিংসামূলক নজরদারি চলছে সব সময়। নাম না প্রকাশ করার শর্তে এক পুলিশ জানায়, সে এত দিন আমাদের ভিডিও করেছে, এখন আমরা তার ভিডিও করব। জেলে ঢোকানোর আগে এক পুলিশ ওরতাকে সাবধান করে বলেছিল, জেলে তুমি থাকবে আমাদের লোকের হাতে, তোমার যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হবে তার চেয়ে জেলে ঢোকার আগে তুমি বরং আত্মহত্যা করো, এটা তার চেয়ে সহজ হবে।

৮। রামসে ওরতা বার বার বিভিন্ন গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, জেলে অথবা জেলের বাইরে যে কোন সময় তাঁকে মেরে ফেলবে পুলিশ এবং এটাকে আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দেবে অথবা এমনভাবে অত্যাচার চালাবে এবং চালাচ্ছে, যেন তিনি স্বেচ্ছায় নিজেই আত্মহত্যা করেন, কিন্তু কোনভাবেই, কক্ষনোই তাঁর আত্মহত্যা করার কোন ইচ্ছা নেই।[৯]

৯। দ্য ভার্জের সাংবাদিক ক্লয়ি কুপার জোন্স রামসে ওরতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,

Do you wish you could go back and do it differently? Not take the video? [এরিক গার্নারের খুনের ভিডিও]

[এখানে প্রশ্নটার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য কিছু তথ্য মনে রাখা জরুরি, এর মাঝে তিনি পুলিশের নিপীড়নে মানসিকভাবে আর সাধারণ সবার মত অবস্থায় নেই, যতই তাঁর এই ভিডিওর কল্যাণে আরও বেশি বেগবান হচ্ছে 'ব্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন, কিন্তু সেখানে তাঁর পরিবারের কথা কোথায়? তাঁর ভিডিওর কারণে পুলিশের রোষানলে পড়ে তাঁর পরিবারে নেমে এসেছে ভয়াবহ বিপর্যয়, তার কী হবে? পুলিশ কি কোন দিনও তাঁকে ছেড়ে দেবে? তিনি কি করবেন? কিভাবে হবে ভরণ-পোষণ? এসব নিয়ে তাঁর ভাবনা বিস্তর, ফলে এসব কথা যেমন তিনি বলেছেন, আবার কখনও কখনও বলেছেন, তিনি ঠিক কাজই করেছেন আবার সুযোগ পেলে রাস্তায় নেমে তিনি আবারও পুলিশের ওপর নজরদারি চালিয়ে যাবেন।]

রামসে ওরতা ভিন্ন দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে উত্তরে বলেছিলেন, 'What does it matter'

মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন: চলচ্চিত্র নির্মাতা।
ইমেইল: raiparasadardi@gmail.com

দোহাই

১। চীন পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিচালিত, নাকি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিচালিত–এ নিয়ে আলোচনা বিস্তর, পক্ষে ও বিপক্ষে রয়েছে নানা মতামত। যদিও আমার মতে চীনা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র পরিচালনব্যবস্থা খুবই নিয়ন্ত্রণবাদী, কট্টর একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে হয়ত এখনও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কিছু কিছু উপাদান বিরাজমান। এ সম্পর্কে আরও জানার জন্য পড়তে পারেন আনু মুহাম্মদের ধারাবাহিক রচনা 'চীন : পরাশক্তির বিবর্তন' *সর্বজনকথায়*।

২। দেখুন ১২ জুন ২০১৯-এ প্রথম আলোতে আলতাফ পারভেজের মতামত সংবাদ 'ভারতে ভিলেনদের হিরো হয়ে ওঠা'।

৩। মার্কিন দেশের পুলিশি নির্যাতন সাধারণত হয়ে থাকে গরিব সম্পদহীন কালদের ওপর; যদিও সাদারা এবং অন্যান্য বর্ণের মানুষরাও এর শিকার, তবে সাধারণত সবার/অধিকাংশের ক্ষেত্রেই যে মিল দেখা যায় তা হল এরা সবাই সম্পদহীন নিচুতলার বাসিন্দা। এ বিষয়ে আরও জানার জন্য পড়তে পারেন মোহাম্মাদ তানজীমউদ্দিন খানের *সর্বজনকথায়* [নভেম্বর ২০১৫, পাতা-২৭] প্রকাশিত লেখা 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশি হত্যাকাণ্ড এবং বর্ণবাদপ্রবণতা'।

৪। মার্কিন দেশে পুলিশি নির্যাতন প্রায়শ নিয়মিত ঘটনা Copwatch বা পুলিশদেখা [২০১৭] সিনেমার মত এ বিষয়ক সাম্প্রতিক আলোচিত আরেকটি সিনেমা হচ্ছে Fruitvale Station [২০১৩]। যদিও এটা কাহিনিচিত্র, কিন্তু এই সিনেমার ভিত্তি ২০০৯ সালের অস্কার গ্রান্ট হত্যাকাণ্ড অবলম্বনে, যাকে স্টেশনে সবার সামনে খুন করে পুলিশ এবং পরে এই খুনের ঘটনার মোবাইল ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। Fruitvale Station [২০১৩] ছিল পরিচালক রায়ান কুগারের প্রথম সিনেমা, এই সিনেমা সানডান্স চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয় সে বছর, রায়ান কুগার পরে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন Black Panther [২০১৮] সিনেমার মাধ্যমে।

৫। কামিলা হল [Camilla Hall] শিল্পী এবং সিম্বিয়নিজ লিবারেশন আর্মি খ্যাত কামিলা হল [২৪ মার্চ ১৯৪৫–১৭ মে ১৯৭৪] নন।

৬। এ সম্পর্কে আরও পড়ুন https://en.wikipedia.org/wiki/Rodney_King

৭। সিনেমা ভেরিতে এমন একটা সিনেমা নির্মাণরীতি, যেখানে কোন ঘটনা বা ব্যক্তিকে কোন নির্দেশনা দেয়া ছাড়াই তার কার্যকলাপ ফিল্মিং করা হয়ে থাকে এবং এ ধরনের সিনেমার ক্ষেত্রে সম্পাদনা একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এই রীতির উদ্ভব ১৯৫০-এর ফরাসি দেশ। দেখুন : https://en.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_v%C3%A9rit%C3%A9

ফ্লাই অন দ্য ওয়াল ডকুমেন্টারি নির্মাণরীতিতে সাধারণত চরিত্রের স্বাভাবিক কার্যকলাপ অনুসরণ করা হয় এবং প্রথাগত সাক্ষাৎকার এড়িয়ে যাওয়া হয়, রিয়ালিটি টিভি শোর ক্ষেত্রে এই রীতির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

দেখুন : https://en.wikipedia.org/wiki/Fly_on_the_wall

ডিরেক্ট সিনেমা এমন একটা সিনেমা নির্মাণরীতি, যেখানে অল্প কয়েকজন মানুষ মিলে সিনেমা তৈরি করা হয় খুব হালকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং শব্দধারণের কাজও লোকেশনেই করা হয়ে থাকে। মূলত ১৯৬০-এর দশকের সিনেমার প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে এই রীতির উদ্ভব সম্ভব হয়। দেখুন : https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Cinema#%22Direct_Cinema%22_fiction

৮। তথ্যগুলো হাফপোস্ট, টাইম ও ভার্জ থেকে নেয়া হয়েছে

FEARING FOR HIS LIFE । By Chloé Cooper Jones | March 13,2019
https://www.theverge.com/2019/3/13/18253848/eric-garner-footage-ramsey-orta-police-brutality-killing-safety
He Filmed The Death Of Eric Garner. Now He's Getting Ready To Spend 4 Years In Prison. By Christopher Mathias | Updated Sep 02, 2016
https://www.huffpost.com/entry/ramsey-orta-eric-garner_n_57a9edbde4b0aae2a5a15142
About RAMSEY ORTA on HuffPost
https://www.huffpost.com/topic/ramsey-orta
https://time.com/ramsey-orta-eric-garner-video/

৯। Ramsey Orta, Man Who Recorded Eric Garner's Death, Fears For His Life In Prison। March 15, 2019
https://www.vibe.com/2019/03/ramsey-orta-fears-for-his-life-in-prison

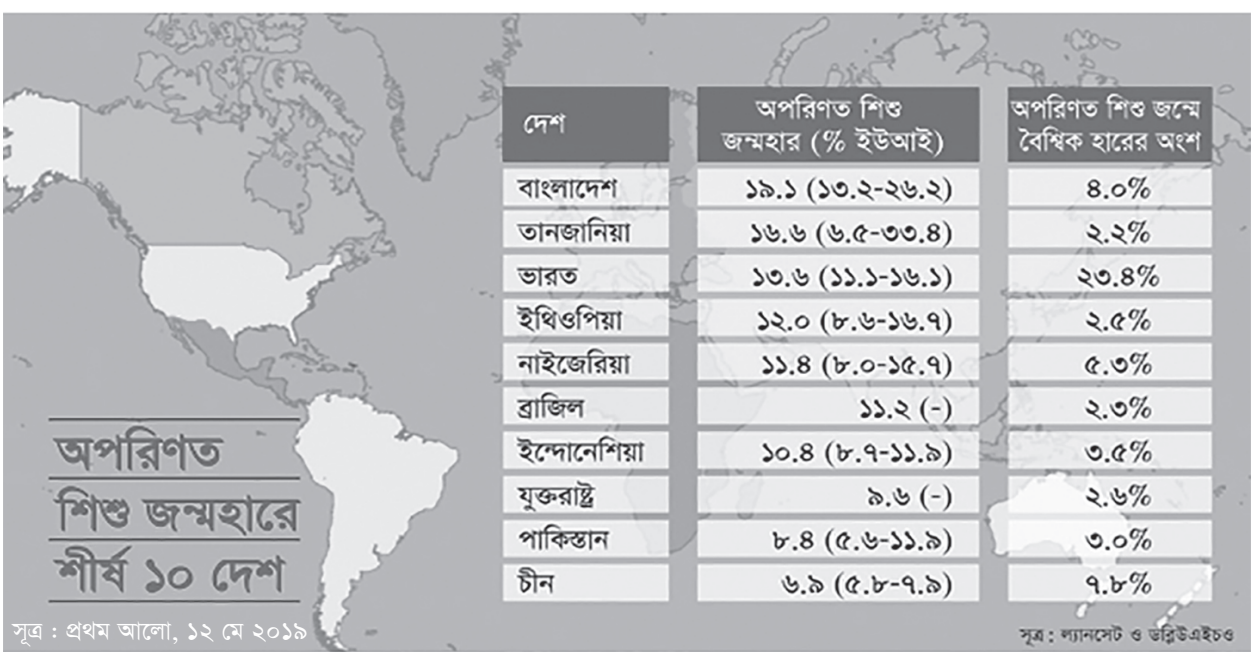

দেশ	অপরিণত শিশু জন্মহার (% ইউআই)	অপরিণত শিশু জন্মে বৈশ্বিক হারের অংশ
বাংলাদেশ	১৯.১ (১৩.২-২৬.২)	৪.০%
তানজানিয়া	১৬.৬ (৬.৫-৩৩.৪)	২.২%
ভারত	১৩.৬ (১১.১-১৬.১)	২৩.৪%
ইথিওপিয়া	১২.০ (৮.৬-১৬.৭)	২.৫%
নাইজেরিয়া	১১.৪ (৮.০-১৫.৭)	৫.৩%
ব্রাজিল	১১.২ (-)	২.৩%
ইন্দোনেশিয়া	১০.৪ (৮.৭-১১.৯)	৩.৫%
যুক্তরাষ্ট্র	৯.৬ (-)	২.৬%
পাকিস্তান	৮.৪ (৫.৬-১১.৯)	৩.০%
চীন	৬.৯ (৫.৮-৭.৯)	৭.৮%